মৌলবাদ : উৎস সন্ধান, ইতিবৃত্ত এবং নিরাময়ের রণনীতি –রণকৌশল

রবিউল ইসলাম

তৃতীয় পর্ব

২. গোড়ার কথা -- ক) খ্রীশ্চান মৌলবাদের জন্ম-উৎপত্তি বিতর্ক --এখানে প্রথমেই পরিষ্কার করে নেওয়ার দরকার, ভারত-বাংলাদেশের কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক যে দাবী করেছেন, মৌলবাদের জন্ম মূলত ফ্রান্সে। এ অনুমানের সপক্ষে তাঁরা যথেষ্ঠ আলোচনা করেননি। যেমন, সুরজিত দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন, যে আধুনিক মৌলবাদের জন্ম হয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপের (আসলে কথাটা হবে সুইজারল্যান্ডের) জেনেভা শহরে জাঁ(John Calvin, 1509-1564)*[৯] ক্যালিভন-এর নেতৃত্বে। আবার আহ্‌মদ শরীফ একটি প্রবন্ধে**[৯] লিখেছেন “ফান্ডামেন্টালিজম কথাটির উদ্ভব ফ্রান্সে।” ঐতিহাসিক বিচারে পূর্বোক্ত অর্থাৎ সম্মানীয় সুরজিত দাশগুপ্তের প্রস্তাব কতটা সঠিক? জন ক্যালিভনকে নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে তার জীবনীকার, সমালোচক ও গবেষকদের মধ্যে এত বিতর্ক রয়েছে যে, আজকের ছাত্রদের জন্য তাকে মূল্যায়ন করা সত্যিই একটা কঠিন ব্যাপার। তবে শ্রদ্ধাভাজন আহ্‌মদ শরীফ মনে হচ্ছে ভুল করেছেন-মূল প্রটেস্টান্ট বিপ্লবটি যেহেতু জন ক্যালভিনের নেতৃত্বে জেনেভাতে হয়েছিল, তাই ফ্রান্স খ্রীষ্টীয় মৌলবাদের উৎসভূমি হওয়ার প্রশ্নই আসেনা। তিনি যদি জার্মানীর কথাও বলতেন(জার্মানীর লুইটেনবার্গ শহরে), যেখানে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে প্রটেস্টান্ট ধর্মবিপ্লব(Protestant Reformation) সর্বপ্রথম সূত্রপাত ঘটে তাহলেও অনেকটা যুক্তিযুক্ত হত-কারণ, ঐ সংস্কার আন্দোলনের প্রকৃতিও মৌলবাদী ছিল বলে কোন কোন উপমহাদেশীয় বুদ্ধিজীবি মনে করেন। এব্যাপারে যথাসময়ে বিশদ আলোচনার সময় পাঠকের কাছে এটা স্পষ্ট হবে। দ্বিতীয় মারাত্মক ভুলটি হলো, মৌলবাদ শব্দটি নিয়ে- “ফান্ডামেন্টালিজম কথাটির উদ্ভব ফ্রান্স।” আসলে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ নায়াগ্রা কনফারেন্সের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম শব্দটি চালু হয়। এব্যাপারেও যথাস্থানে আলোকপাত করা হবে।

তবে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, একই প্রবন্ধে অন্যত্র(পৃঃ২৫৪) তিনি উল্লেখ (বা সংশোধন-তা' বোঝা গেলনা) করেছেন যে, উক্ত নায়াগ্রা সম্মেলনে 'প্রটেস্টান্ট ধর্মের পরিশিলিত রুপান্তরকেই 'Fundamentalism' নাম দেওয়া হয়েছিল।

জেনেভাকে মৌলবাদের জন্মভূমি বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুব কম ঐতিহাসিক বা গবেষক তাঁদের লেখায় প্রকাশ করেছেন, যা এক আশ্চর্য ব্যাপার বলেই মনে হয়েছে। যেমন-জাঁ ক্যালিভনের জীবনীকার এলিস্টার ই. ম্যাকগ্র্যাথ**[১০] (যার লেখা এই প্রবন্ধকারের যথেষ্ঠ পক্ষপাতমূলক বলে মনে হয়েছ) এবং ডোনাল্ড কে. ম্যাককিম**[১১] কারও লেখাতেই সুস্পষ্টভাবে আলোচনা বা স্বীকার করা হয়নি যে, ক্যালিভনবাদ (Calvinism)-কে পরে আমেরিকায় প্রটেষ্টান্ট মৌলবাদের উৎসরুপে বা চেতনা বা আদর্শগত ভিত্তি ও প্রেরণারুপে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এলিস্টার ম্যাকগ্রাথের নিজের লেখার স্ববিরোধিতা এবং তাঁর দ্বারা ক্যালভিনবাদের প্রসার মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে নিজেরই অজান্তে যে সত্য বেরিয়ে এসেছে তা থেকে আমি প্রটেস্টান্ট মৌলবাদের উৎস সন্ধানগত দালিলিক প্রামাণগুলো দেখাব।

এই বিষয়ে আমরা পরে আসছি। তবে ক্যালিভন সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ লেখায় সাধারণভাবে যে সত্যটি বেরিয়ে এসেছে, তা হলো, ক্যালিভনবাদ য়ুরোপের বহু দেশের ও যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতিতে বিরাট একটা প্রভাব ফেলেছে। একটি কারণ এই হতে পারে যে, ফ্রান্সে 'মৌলবাদ' শব্দটি তখনও ব্যবহার শুরু হয়নি বা এর সাথে ভাবগত পরিচিতি ছিল না। তাই যদি হবে, তাহলে একই কারণে পশ্চিমী গবেষকরা ইব্‌নে তায়মিয়া অথবা জামাল আল আফগানীকে ইসলামী মৌলবাদের জনক বলেন কোন বিচারে, যখন তাঁদের কারো সময়ই এই শব্দটির উৎপত্তি হয়নি এবং আফগানী একজন আধুনিকপন্থী ও উদার বলেই পরিচিত ছিলেন সমকালীন পাশ্চাত্য বিশ্লেষক বা জীবনীকারদের কাছেই ? কারণ সম্ভবত এই যে, আফগানীর প্যান ইসলামিজমের ধারণাটিকে পরবর্তীতে ইবনে সউদ ও ইবনে ওহাব প্রমুখরা অপপ্রয়োগ করেছিল। জাঁ ক্যালিভন(John Calvin)-কে তাঁর জীবনীকারদের একপক্ষ ভয়ঙ্কর ফ্যানাটিক বলে আখ্যায়িত করেছেন, অন্য পক্ষ তা খন্ডন করেছেন। বলতে বাধা নেই যে, এধরণের বিতর্ক এই লেখককে প্রথম দিকে বিভ্রান্ত করেছিল ক্যালিভন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে। তবে একথা মোটামুটি বিভিন্ন গ্রন্থকার ও জীবনীকারের ভাষ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, তাঁর রচনা, মতবাদ এবং বিশেষ করে তিনি যে দশ-বারোটি বিধিবদ্ধ বিধান দিয়েছেন সেসবের ব্যাপক আদর্শিক-মননিক প্রভাব প্রায় সারা য়ুরোপে এবং আমেরিকার তখনকার প্রটেস্টান্টদের উপর পড়েছিল। সুতরাং সুরজিত দাশ গুপ্ত জেনেভাকে মৌলবাদের জন্মভূমি বলেছেন তা' আপাতত সঠিক বলা যায় সতর্কতার সাথে, তবে সেই সাথে এটা বলা বোধ করি আরো সঠিক হবে যে, সুইজারল্যান্ডের জেনেভাকে যদি খ্রীস্টীয় মৌলবাদের জরায়ু বলা হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্র (বিশেষ করে দক্ষিণের রাজ্যগুলো) হলো তার আঁতুড়ঘর। তবে ভুললে চলবেনা যে, এ সিদ্ধান্ত অর্ধসত্য হতে পারে । ইতিহাসের কোন সত্যই শতভাগ সত্য নয়।

যা বলছিলাম, বিতর্কের মধ্যে পড়ে বিভ্রান্ত হলেও, আবার অন্যদিকে লাভও হয়েছিল-এই প্রবন্ধকারের গবেষণায় ধরা পড়ে গিয়েছিল পাশ্চাত্যের বিশ্বব্যাপী প্রচারিত তথাকথিত 'এনলাইটেন্‌মেন্টের' ফাঁকফোঁকর। কারণ হলো, য়ূরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে জেনেভায় সংগঠিত প্রটেস্টান্ট রিফর্মেশনকে*[১০] য়ুরোপীয় এনলাইটেন্‌মেন্ট(আলোকিত মননশীলতা) আন্দোলন ও ইটালীয় রেনেসাঁর ফলশ্রুতি বা ফলাফল হিসেবে দাবী করা হয়ে থাকে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের লেখায়। রিফর্মেশনের ভাবগত উৎস হচ্ছে ইটালীয় রেনেসাঁ। রেনেসাঁর মূল শিক্ষা কি ছিল ? যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরনো বিশ্বাস, কুসংস্কার, নিয়মনীতি, রীতিরেওয়াজ ইত্যাদির প্রতি প্রশ্ন করা, অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করা, প্রয়োজনে এসবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সামাজিক বিদ্রোহ করা, মুক্তির পথ খোঁজা। রেনেসাঁস সারা ইয়োরোপে চিন্তাজগতে একটা বিপ্লব ঘটিয়েছিল। রেনেসাঁ যুগের পূর্বে মানুষ জগতটাকে ব্যাখ্যা করত ঐশী শক্তির ইচ্ছা বা লীলার মাধ্যমে। কিন্তু, রেনেসাঁর ফলে মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি, কার্যাকারণসম্পর্ক ও বিজ্ঞানচেতনার মাধ্যমে কমবেশী জগতটাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হলো। বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবন-আবিষ্কার মানুষের মধ্যে প্রকৃতিকে জয় করার আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলল এবং যুক্তিবাদিতার সংস্কৃতি শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবিদের মননের মধ্যে সূচিত ও প্রোথিত করল। কিন্তু জেনেভার রিফর্মারদের মধ্যে কি রেনেসাঁর সেই বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় ? রিফর্মেশনের ভাবাদর্শগত প্রকৃতি বা চরিত্রই বা কি ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই সম্ভবত আমরা সন্ধান পাব যে, রিফর্মেশনের এই দীর্ঘমেয়াদি বিপ্লব কি বৈপ্লবিক ছিল, অর্থাৎ অগ্রসর চিন্তার বিস্ফোরিত প্রকাশ ছিল নাকি শুধু হীনস্বার্থ তথা ক্ষমতার আকাঙ্খা

অথবা ভিন্নরুপের বদ্ধ চিন্তাধারা ও শাস্ত্রীয় আক্ষরিকতাকে নতুন রুপে বা আঙ্গিকে ও মাত্রায় উপস্থিত করাই উদ্দ্যেশ্য ছিল। সুরজিত দাশগুপ্ত য়ুরোপীয় রিফর্মেশন সম্বন্ধে কি লিখেছেন তা প্রণিধানযোগ্য- অনেকের ধারণা রিফর্মেশন ধর্মীয় ব্যাপারে উদার ভাবধারার সপক্ষে। কিন্তু এই ধারণাটি একেবারে ভ্রান্ত। আগে চার্চের বিচার ও বিধানকে অবশ্য মান্য বলা হতো; রিফর্মেশন চার্চের বা যাজকদের জায়গাতে শাস্ত্র অর্থাৎ বাইবেলকে বসাল, বলা হলো যে বাইবেলে যা আছে তাই অকাট্য, অমোঘ ও অবশ্যমান্য; যতদিন মার্টিন লুথারের ভয় ছিল যে যাজকদের বিরুদ্ধতার জন্য তাঁকে সদলবলে পুড়ে মরতে হতে পারে ততদিন তিনি শক্তিপ্রয়োগ ও দাহপ্রথার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু যখন নিজে শক্তিশালী হলেন তখন নিজ মূর্তি ধারণ করে প্রকৃত মতামত প্রকাশ করে বললেন, প্রকৃত ধর্মমত গ্রহণে প্রজাদের বাধ্য করা রাষ্ট্রের কর্তব্য, প্রজাদের কর্তব্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পালন করা ....। ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথকভাবে দেখার কথা যারা বলেছিল সেই অ্যানাবাপ্টিস্টদের(Anabaptist)*[১১] কৃপাণের অধীনে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।”.................রিফর্মেশনের মৌলবাদী চরিত্র এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, রিফর্মেশন সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের ঈশ্বরত্ত্ববিদদের বিভিন্ন রচনা অভিনিবেশ সহকারে পড়লে(যারা রিফর্মেশনের গোঁড়া সমর্থক) এটা ধরা পড়ে যে, প্রোটেস্টান্ট বিপ্লবের সময় পিউরিটান সম্প্রদায় সেই প্রাচীন হিব্রুযুগে প্রত্যাবর্তন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন বা চেষ্টান করেছিলেন। তবে এর দ্বারা পরবর্তীতে অনেক লাভও হয়েছিল। আধুনিক য়ুরোপ গড়ার ক্ষেত্রে; পুরনো রাজতান্ত্রিক ও পোপতান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের গণজাগরণ ঘটার ক্ষেত্রে, ধর্ম বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার সূত্র ধরে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনয়নের ক্ষেত্রে, চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের ধারণা বা নীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত হওয়ার সুযোগ্য প্রেক্ষাপট সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি বিবেকের স্বাধীনতার সংস্কৃতি চালুর ক্ষেত্রে সীমিতভাবে হলেও অবদান রাখার ক্ষেত্রে ইত্যাদি। রক্তারক্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের কথা বাদ দিলে, এই ধর্মবিপ্লব সারা ইয়োরোপের বিশেষ করে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি মহলকে পুরনো যেকোন প্রচলিত বিশ্বাস, কুসংস্কার(যেমন-অর্থের বিনিময়ে 'Sale of Indulgence' বা স্বর্গরাজ্যের পাসপোর্ট লাভ করার মতো চরম মূর্খতা ও কুসংস্কার) এবং ধর্মের নামে অনাচারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে শেখানো বা চ্যালেঞ্জ করতে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে যুক্তিবাদী সংস্কৃতির দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়। সংস্কারকদের নিরলস তৎপরতায় তখন সর্বত্র সভাসমিতি, আলোচনা, পুস্তক-পাল্টাপুস্তক, যুক্তিতর্ক এমনভাবে দানা বেঁধে উঠে যে ধর্মান্ধতার কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি তখন না ঘটলেও স্বাধীন চিন্তার রুদ্ধ দরোজা খুলে যায়।

সে যাই হোক, জেনেভার প্রসঙ্গে আসা যাক। জেনেভার ধর্মবিপ্লব প্রসঙ্গে বলতে গেলে ধর্মসংস্কার সম্বন্ধে আহ্মদ শরীফ যে মন্তব্য-মূল্যায়ন করেছেন, সেটিও প্রণিধানযোগ্য। যা জেনেভার রিফর্মারদের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। সংস্কারবাদীদের সম্বন্ধে আচার্য আহ্মদ শরীফ তাঁর 'উনিশ শতকী কোলকাতায় মুক্তি অন্বেষা' শির্ষক প্রবন্ধে যা লিখেছেন -সংস্কারবাদীরা বাহ্যত গ্রহণে- বর্জনে উদার হলেও অন্তরে রক্ষণশীল, পুরনোপ্রীতিই তাঁদের Reformer করে, নতুনের নির্মাতা বানায় না।“ ঠিক এই উপলব্ধি বা পারসেপশনেরই বাস্তবচিত্রটি আমরা দেখতে পাব ইয়োরোপ বিশেষ করে জেনেভার রিফর্মেশনের সময়কার ভাবাদর্শসন্ধানী ও এর রাষ্ট্রীয় চরিত্র নির্ধারণী আলোচনায়। কারণ, ওই সংস্কার ছিল অর্থোডক্স ক্যাথলিক ধর্মকেই নতুন করে রিমডেলিং বা মেরামতি করে কিছু যুগোপযোগী করা। কিন্তু যে Rationalism-কে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক মুক্তি অন্বেষাকে রেনেসাঁর প্রাণ বা চালিকাশক্তি

বলা যায়, সেটাতো আমরা এই রিফর্মেশনের মধ্যে দেখতে পাইনা। এর প্রমাণ হচ্ছে, অর্থোডক্স প্রটেস্টান্ট মতবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে(Heresy), সেই পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্বের মতই সার্ভেটাসকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

ক্যালভিনের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানস কাঠামো যতটা না গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে, তাঁর চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাঁর রচনা, তাত্ত্বিক আদর্শ এবং সক্রিয় বিপ্লবীসুলভ তৎপরতা ফ্রান্স বা ফ্রান্সের বাইরে কতটা প্রভাব ফেলেছে সেটা। একজন মাত্র ব্যাক্তি ইতিহাস সৃষ্টি করেনা। রিফর্মেশনের বিপ্লবের জন্য দায়ী ছিল সেই সময় এবং পুরো চার্চীয় সমাজ বিশষ করে ক্যালভিনের সহযোগী ও অন্ধসমর্থক-শিষ্য কতিপয় ফ্যানাটিক বা ধর্মীয় উগ্রবাদী রিফর্মার নেতা যারা ক্যালভিনকে সৃষ্টি করেছে তার ব্যক্তিপূজার মাধ্যমে। আমাদেরকে দেখতে হবে, জেনেভার রিফর্মেশনে, গ্রহণ-বর্জনে এর উদারতা, আধুনিকতা, নতুনের দিকে যাত্রায় এর প্রগতিশীলতা, মানবমুক্তি ও সভ্যতার দিকে এর যাত্রায় প্রকৃত কোন আকাঙ্খা ও স্বপ্ন ছিল কিনা।

তা যে ছিলনা, সেটা স্টিফেন যোয়েগের*[১২] বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারব। যেটা ছিল, তা হলো মেরামতির মাধ্যমে একধরণের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা, যা যীশুখ্রীষ্টের পুনরার্বিভাবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে; বিকৃত হওয়ার পূর্বে বাইবেলের যে মৌলিক শিক্ষা ছিল সেটাকে পুনরুদ্ধার করে অথবা যীশুর কথিত 'খোদার রাজ্য'এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করে তা' কায়েমের প্রচেষ্টার নামে আসলে বাইবেলের আক্ষরকতাকে আঁকড়ে ধরার ফ্যানাটিজম, যার অপর নাম হলো 'পিউরিটানিজম'(ধর্মীয় বিশুদ্ধতাবাদ)।

জন ক্যালিভনকে ক্রীষ্টীয় মৌলবাদের জনক আখ্যায়িত করা যায় কিনা তা বিচারের জন্য আমাদের কে মূলত দুটো ফ্যাক্টস্ অনুসন্ধান করতে হবে ইতিহাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এক, জন ক্যালভিনের নেতৃত্ব এবং তাঁর রিফর্মেশন আন্দোলন বা বিপ্লব চরিত্র ও মর্মবস্তুর দিক থেকে মৌলবাদী ছিল কিনা। দুই, উক্ত আন্দোলনের প্রভাব য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল কিনা-ঐ দেশগুলি ক্যালভিনীয় মডেলের মৌলবাদকে তাত্ত্বিক-আদর্শিকভাবে গ্রহণ করেছে কিনা অথবা/এবং তা আরো সমৃদ্ধ করেছিল কিনা। ক্যালিভনকে মূল্যায়ন করার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তার জীবনী যারা লিখেছেন, তারা বেশীর ভাগই হয় গীর্জার পাদ্রী, যাজক নতুবা পেশাগত ঈশ্বরতাত্ত্বিক বা ধর্মশাস্ত্রবিদ। তার সম্পর্কে কোন সেক্যুলার হিউম্যানিস্টের লেখা কোন প্রবন্ধ, সমালোচনা সাহিত্য বা জীবনী খুবই কম*[১৩]।

যেমন, এলিস্টার ম্যাকগ্রাথ(জীবনীগ্রন্থ 'জন ক্যালিভন'এর লেখক) হচ্ছেন অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটির ঐতিহাসিক ঈশ্বরশাস্ত্রবিদ্যার প্রফেসর, যিনি তাঁর ধর্মবিষয়ক গ্রন্থগুলোতে তথাকথিত 'Scientific Theology'-র প্রবক্তা অথচ অন্যদিকে, ধর্মের সত্যতা নিরুপণের জন্য বিশ্বাসকে যুক্তিবাদিতা ও দর্শন অপেক্ষা অধিকতর মূল্য দিয়েছেন। ক্যালিভনকে নিয়ে অন্যান্য লেখকের মধ্যেও এই স্ববিরোধিতা বা কপটতাটি লক্ষ্য করা যায়। ডোনাল্ড কে. ম্যাককিম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসবিটারিয়ান চার্চের আধিকারিক (Minister)। প্রিয় পাঠক, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, সুইজারল্যান্ডের(শুধু জেনেভা নয়, সুইজারল্যান্ডের অন্যান্য শহরেও এই বিপ্লব হয়েছিল) সংস্কার আন্দোলনের পরবর্তী যুগে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে প্রটেষ্টান্ট মৌলবাদী জাগরণের উপর ধর্মবিপ্লবের আদর্শিক প্রভাব কতটা পড়েছিল সেটা বোঝার জন্য এবং নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার(বা সত্যনিষ্ঠা) খাতিরে আমি ক্যালিভনের সমর্থক ও বিরোধী উভয় ধরণের লেখক-প্রবন্ধকারের বক্তব্য উপস্থাপন করে বিশ্লেষণের প্রয়াসী হয়েছিলাম। জন এইচ ব্রাট(John H. Bratt) সম্পাদিত The Heritage of John Calvin শীর্ষক প্রবন্ধ-সংকলনটিতে যেকজন প্রবন্ধকারের আর্টিকেল রয়েছে, তাদের থেকে মাত্র দুজন, ফিলিপ ই. হাগ্স্ এবং ফাঙ্কলিন এইচ লিট্য়েল যারা সুস্পষ্টভাবে ক্যালিভন সমর্থক, সরাসরি ক্যালিভনের আদর্শিক অবস্থান ও ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক চরিত্র-দৃষ্টিভঙ্গী, নৈতিকতা এবং প্রশাসনিক ভূমিকা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন-তাদের মধ্যে ফিলিপ হাগের সাফাই আলোচনায় ক্যালভিনের 'তথাকথিত নেতিবাচক ইমেজ সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা' খন্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে দেখলাম যে, এটি একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই, শুধু যে কথাটি এখানে প্রাসঙ্গিক তা হল, ক্যালিভনবিরোধীরা তাঁকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী, ধর্মীয় একনায়ক, দানব ইত্যাদি হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর সমর্থক জীবনীকার ও লেখকরা(যারা প্রধানত শাস্ত্রবিশেষজ্ঞ বা চার্চের যাজক) সেগুলোকে যুক্তিসহকারে খন্ডন করার চেষ্টা করেছেন। যে প্রশ্নগুলো দিয়ে আমরা এসিড টেষ্ট করতে পারি জেনেভীয় রিফর্মেশনের মৌলবাদী চরিত্র উদ্ঘাটনের জন্য তা হচ্ছে, সিটি প্রশাসন কি চার্চীয় যাজক-পুরোহিতদের ধর্মীয় আইন(বা শরীয়তি আইন) তথা পুরোহিততন্ত্র বা ধর্মরাষ্ট্র চালু করেছিল ? সেটা কি ধর্মীয় স্বৈরশাসন ছিল ? এসব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই আমরা কিছুটা হলেও ঐতিহাসিক সত্য খুজে পাব। এলিস্টার ম্যাকগ্র্যাথ, যিনি তাঁর 'A Life of John Calvin' জীবনীগ্রন্থের 'Geneva : The Consolidation of Power' অধ্যায়ে অনরে ডি ব্যালজাক এবং স্টিফেন যোয়েগ(Stephan Zweig)*[১২] প্রমুখ কর্তৃক ক্যালিভনকে 'ধর্মীয় ত্রাসের হোতা' বা " জেনেভার স্বৈরশাসক' রুপে ইমেজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে মিথ বলে খন্ডন করেছেন ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্যের(তাঁর দাবীতে সেগুলো ফ্যাক্টস্, কিন্তু এই প্রবন্ধের লেখক মনে করে যে হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টস এবং ট্রুথ এক জিনিস নয়, দুটোর মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে যা ভিন্ন আলোচনার বিষয়) মাধ্যমে, তিনি একই অধ্যায়ের '**The Consistory**' উপাধ্যায়ে ধর্মীয় বিধিবিধান এবং আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে ক্যালভিনের ভূমিকা ও অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে,'যে চার্চীয় অধ্যাদেশগুলো (Ecclesiastical Ordinances, 1541) জেনেভীয় চার্চকে তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগত ছাঁচ এবং পরিচয়টি দিয়েছে, সেটা তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল স্ট্র্যাট্স্বুর্গে ক্যালিভনের নির্বাসনপর্ব থেকে জেনেভাতে প্রত্যাবর্তনের প্রায় অব্যবহিত পরপরই।......................ক্যালভিনের লক্ষ্যগুলোর জন্য যথোপযোগী চার্চীয় (সাংগঠনিক কাঠামোর)মেশিনের প্রতিষ্ঠাকে অবশ্যই (চার্চের) বা আধিকারিকসভার(Ministry) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গীগুলোর একটা আধিকারিকবর্গ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এটা লেনিনের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করার ক্ষেত্রে একটা বাড়তি গুরুত্ব প্রদান করে; উভয়েই নিজ নিজ বিপ্লবের প্রচার-প্রসারের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন বা প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্বের ব্যাপারে বিস্ময়করভাবে সচিতন ছিলেন এবং আবশ্যক (কাঠামোগত) উপাদানগুলো সংগঠিত করার ব্যাপারে কোন সময় নষ্ট করেননি।..............' তাঁর মতে, ক্যালভিনীয় চার্চীয় সরকার পদ্ধতির সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বিতর্কিত উপাদানটি হচ্ছে ধর্মীয় বিচারসভা ; ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে বারজন (পদাধিকারপ্রাপ্ত) পাদরী বা বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য এবং বিশেষ পদবীর শ্রদ্ধেয় যাজকদের(Pastor) সঙ্ঘের সমস্ত সভ্য দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটি অস্তিত্ব লাভ করে'**[১২](ইংরেজী ভার্সন ও পৃঃ নম্বর রেফারেন্স দেখতে চাইলে-টীকাভাষ্য

**১২ দেখুন)। অন্যত্র(পৃঃ ১১৩) তিনি বলছেন,“............ক্যালভিন ধর্মীয় বিচারসভাকে কল্পনা করেছেন মূলত ধর্মীয় অর্থোডক্সীর পুলিশি যন্ত্র হিসেবে। এটা নিয়মানুবর্তীতা রক্ষার গ্যারান্টিমূলক ব্যবস্থা, স্ট্রাট্স্বুর্গে যার অভিজ্ঞতা তাঁকে সংস্কারকৃত খ্রীষ্টীয় জগতের টিকে থাকার জন্য আবশ্যকীয় হাতিয়াররুপে উপলব্ধি করার জন্য পথ দেখিয়েছে। এর প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ ছিল ঐসব লোকদের নিয়ে কারবার করা যাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বা মতামত জেনেভার প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় শৃঙ্খলা বা ব্যবস্থার প্রতি হুমকি উত্থাপনের জন্য যথেষ্ঠ বিপথগামী ....ক্যালভিনের মৃত্যুর পর ধর্মীয় বিচারালয় এর যৌক্তিক ছিল।..................লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিল বলেই মনে হয়। এবং (সংস্কারের পূর্বে) এর যে প্রাথমিক বা আদিম অবস্থা ছিল তার চেয়েও কিছুটা বেশী অধঃপতিত হয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল, যা ছিল হিস্টিরিয়াগ্রস্ততার প্রান্তসীমার অবস্থা। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দুজন পুরুষ ও নারীকে (চার্চীয় প্রতিষ্ঠান থেকে) বহিষ্কার করা হয় কলঙ্কজনক কার্যকলাপ ও বৈবাহিক নিয়মকানুনের প্রতি অসম্মানের জন্য-তারা একটি বিবাহপরবর্তী প্রাতরাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল যাতে বর পাউরুটি কেটে টুকরো করেছিল। এই চাক্ষুষ সাহায্যের উদ্দ্যেশ্য ছিল সেটাকে যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাতে সে বেশ কয়েক বার তার নববধুর সাথে যৌনসহবাস উপভোগ করতে পারে। ১৫৬৪ থেকে '৬৯ পর্যন্ত এরুপ বহিষ্কার আদেশ প্রয়োগ করা হয়।...................”(পৃঃ ১১১, একই গ্রন্থে)। বুদ্ধিমান পাঠকের এতক্ষণে সুস্পষ্ট হওয়ার কথা জেনেভার ধর্ম-সংস্কার মৌলবাদী চরিত্রের ছিল কিনা । প্রফেসর লরেন্সের সংজ্ঞার অংশবিশেষ উপরোক্ত বর্ণনায় সুস্পষ্ট প্রতিফলিতঃ- “................ যৌথ বা সামষ্টিক দাবীর মাধ্যমে এটা প্রকাশ করা হয় যে, ধর্মশাস্ত্র থেকে পাওয়া সুনির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ও নীতিশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলিকে গণস্বীকৃতি প্রদান করা হোক এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হোক।” এলিস্টার ম্যাকগ্র্যাথ উপরে যে সাফাই-কৈফিয়ত দিয়েছেন-“এর প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ ছিল ঐসব লোকদের নিয়ে কারবার করা যাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বা মতামত জেনেভার প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় শৃঙ্খলা বা ব্যবস্থার প্রতি হুমকি উত্থাপনের জন্য যথেষ্ঠ বিপথগামী ছিল”- তা থেকে আমরা তাঁর মানসিক গঠনটি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। তিনি সম্ভবত বুঝতেও পারেননি যে, তাঁর পশ্চাদ্পদ ও মৌলবাদী মাইন্ডসেট উদারবাদী পাঠকদের কাছে ধরা পড়ে যেতে পারে নিজের অজান্তেই। এমনই যার মানসিক গঠন, তাঁর বক্তব্য, তথ্য ও অবস্থান কতটা গ্রহণযোগ্য সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। যাই হোক, অবশ্য কী কী ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এই ধর্মীয় বিচারসভার প্রবর্তন করতে হয়েছিল তার বিশদ ফিরিস্তি বা কৈফিয়ত দিয়েছেন ঐ একই অধ্যায়ে, যার মোদ্দা কথাটা হলো, (তাঁরই ভাষায়) 'সিভিল বিচারব্যবস্থা বা স্বাধীন মতপ্রকাশের' জন্য তখনকার সময়টা প্রস্তুত ছিলনা। কেন ছিলনা ? ক্যালভিন সমর্থক ঈশ্বরতাত্ত্বিক পন্ডিত ঐতিহাসিকদের বা জীবনীকারদের মতে, র্যাডিক্যালপন্থী অ্যানাবাপ্টিস্টরা চার্চ ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার আন্দোলনের নামে(Free Church Movement) নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিল সেই জন্য কি ? অবশ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে একশ বছরেরও উপরে চলতে থাকা রিফর্মেশন আন্দোলনে যে পরিমাণ যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত হয়েছে, তাতে কোন পক্ষ যে বেশী আর কোন পক্ষ কম নৈরাজ্যবাদী বা উগ্রপন্থী- সহিংস ছিল তা বলা দুষ্কর। তিনি কি শুধু জেনেভা বা সুইজারল্যান্ডের কথা বলতে চেয়েছেন নাকি ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশগুলির কথাও বুঝিয়েছেন তা তাঁর আলোচনায় স্পষ্ট হয়নি। যাই হোক, এই দাবীও যুক্তিযুক্ত বলে এই প্রবন্ধকারের কাছে মনে হয়নি। কারণ, য়ুরোপীয় দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই ইটালীয় রেনেসাঁর প্রভাবে একটি আলোকিত যুগসন্দিক্ষণ

(Enlightenment) অতিক্রম করছিল যার ফলশ্রুতিতে প্রটেস্টান্টদের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল। সেবাস্টিয়ান ক্যাস্টেলিওর মতো বিবেকের স্বাধীনতার প্রবক্তা তো ক্যালভিনের সমসাময়িক কালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এছাড়াও, ক্যালভিনকে কি কারণে প্রথমবার জেনেভার নগর প্রশাসন শহর থেকে নির্বাসন দিয়েছিল , সে ব্যাপারে এলিস্টার সাহেব বিস্ময়করভাবে নিশ্চুপ-তাঁকে যে অত্যধিক কর্তৃত্বপরায়নতা, রিফর্মেশনের কারণে য়ুরোপের অন্যান্য দেশ থেকে পালিয়ে আসা নির্বাসিত বা শরণার্থীদেরকে সিটির নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি বা আশ্রয় দেয়ার পরোক্ষ শর্ত হিসেবে নিজেদের সেক্টের প্রটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাসে প্রকাশ্য ও আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তি, ধর্মীয় শৃংখলা নিয়ে অত্যধিক কড়াকড়ি এবং তার সমর্থক ও শিষ্যদের মাধ্যমে প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণে জেনেভা থেকে বহিষ্কার করা হয় তা এলিস্টার ম্যাকগ্র্যাথ পুরোপুরী এড়িয়ে গেছেন। অতএব, এলিস্টার ম্যাকগ্রাথ কোনভাবেই আমাদের জন্য বিশ্বস্ত সূত্র হতে পারেন না। বরং তাঁর স্ববিরোধী বক্তব্য থেকেই সত্যকে খোঁজা যুক্তিযুক্ত।

ট্রিনিটি বা ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদ খন্ডন করে একেশ্বরবাদ(Unitarianism) প্রচারের অপরাধে স্প্যানিশ ঈশ্বরবিদ, চিকিৎসক এবং ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসের উচ্চ শিক্ষিত বা পণ্ডিত(Humanist) মাইকেল সার্ভেটাসকে(১৫১১-১৫৫৩)*[১৪] মৃত্যুদন্ড দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করার ঘটনা জেনেভার ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রকে এমন একটি মাত্রা দিয়েছিল যাতে জেনেভার ধর্মীয় বিচারব্যবস্থা মধ্যযুগীয় ইনক্যুইজিশনের সংস্কৃতিতে ফিরে গিয়েছিল বলে মনে হয়-মূল বা আদিম সংস্কৃতিতে পিছু হটার এই প্রপঞ্চ দিয়ে জেনেভীয় রিফর্মেশনকালীন শাসনব্যবস্থার মৌলবাদী চরিত্রটি বোঝা যায়। অস্ট্রিয়ান ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক স্টিফেন জোয়েইগ তাঁর ক্যালভীনের জীবনী কাম সমালোচনা ও ঐতিহাসিক গ্রন্থThe Right to Heresy: Castellio Against Calvin-এ জেনেভার চার্চ কাম সিটি প্রশাসনের ধর্মীয় সামাজিক শাসনের(আমাদের দেশের শরীয়া কাম ফতোয়ার শাসন) চিত্র এঁকেছেন অনেকটা ক্যাস্টিলিওর নির্ভীক ভূমিকাকে অবলম্বন করেই। যিনি ক্যালভিনের সমসাময়িক একজন প্রতিবাদী পাদ্রী ছিলেন। (যেখানে সার্ভেটাসের ঘটনায় ক্যালভিনের বিরুদ্ধে ফরাসী পাদ্রী ও ঈশ্বরশাস্ত্রতাত্ত্বিক সেবাস্টিয়ান ক্যাস্টেলিও (১৫১৫-১৫৬৩)*[১৫] যে আপোষহীন ও নির্ভীক ভূমিকার বিশদ বর্ণনা রয়েছে)।

১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে স্ট্রাট্স্বুর্গে নির্বাসনে যাওয়ার পর ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালভিন জেনেভায় প্রত্যাবর্তন করেন। জেনেভায় প্রথমবার আসার পর The Institutio রচনার মাধ্যমে চার্চ ও সিটি প্রশাসনের রিফর্মারগণ ও পারিষদবৃন্দের মধ্যে ক্যালভিন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু, পরবর্তীতে অতিমাত্রায় কর্তৃত্ববাদী আচরণ এবং য়ুরোপের অন্যান্য ক্যাথলিকপন্থী দেশগুলি থেকে পালিয়ে আসা নিরুপায় বিভিন্ন সেক্টের প্রটেস্টান্ট রিফিউজী ও নগরবাসীদের উপর মাত্রাতিরিক্ত ধর্মীয় কঠোরতা আরোপের চেষ্টার কারণে যে গণ-অসন্তোষের সৃষ্টি হয়,এবং বিশেষ করে তাঁর সমর্থক ও শিষ্যদের নিয়ে সিটির নির্বাচিত পারিষদদের বিরুদ্ধে তিনি যে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালান, এসবকিছুর ফলশ্রুতিতে তাকে শহর থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তীতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ক্যাথলিক চার্চ সদস্যদের পাল্টা আক্রমন প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের ফলে জেনেভায় যে নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তার পটভূমিতে জেনেভীয় চার্চের রিফর্মার নেতারা ক্যালভিনকে জেনেভায় ফিরিয়ে আনে এই আশায়

যে, এমন সংকটজনক পরিস্থিতিতে একমাত্র ক্যালভিনের মত শক্ত লোকই বিপর্যয় সামাল দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনতে পারবে। তিনি দ্বিতীয়বার যখন জেনেভায় আসেন, চরম উগ্রবাদী ফারেল ও তার ফ্যানাটিক সমর্থকদের মাধ্যমে এবং নিজের অপূর্ব সাংগঠনিক দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তিনি ক্ষমতার শীর্ষে চলে আসেন এবং ক্ষমতা সংহত করেন**[১৩]।

এবারে আমরা চেষ্টা করব জোয়েইগের লেখনী থেকে সংক্ষেপে সংস্কারবাদী ও বিপ্লবোত্তর নব্য প্রটেস্টান্ট সংস্কারের পরীক্ষানিরীক্ষা এবং চার্চীয় শাসনের রূপটি কেমন ছিল তা অনুসন্ধান করতে। এ বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নরুপ। 'জেনেভাকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম খোদার রাজ্যে রুপান্তরিত করার জন্য ক্যালভিন, প্রণালীবদ্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খতার সাথে তাঁর পরকল্পনাকে বাস্তব রুপ দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এটা হবে সেই জেরুজালেম, একটি কেন্দ্র, যেখান থেকে সারা পৃথিবী (পাপ থেকে) উদ্ধারলাভ করবে।.............এভাবে ক্যলভিন পোপের অর্থোডক্সির স্থলে প্রটেস্টান্ট অর্থোডক্সির পত্তন ঘটালেন। নিখুত বিচারব্যবস্থা দ্বারা এই নূতন ধরণের ধর্মীয় আপ্তবাক্যভিত্তিক একনায়কত্ব বাইবেলতন্ত্র বা Bibliocracy বলে কলঙ্কিত হয়ে আছে।..........এই নির্মম-কঠোর আইন(Draconian Law*[১৬]) দিয়ে ব্যক্তিসত্ত্বার অবদমন সম্ভব করার জন্য,......................ক্যালভিনের ছিল একটি নিজস্ব প্রণালী, তা হলো সুপরিচিত চার্চীয় নিয়মানুবর্তীতা ....তাঁর স্বৈরশাসনের প্রথম ঘন্টাটি থেকেই এই মেধাবী সংগঠক তাঁর পশুপালকে,-অর্থাৎ তাঁর প্রার্থনাসভাকে দলবদ্ধভাবে বিধিনিষেধসম্বলিত প্যারাগ্রাফরুপ কাঁটাতারের বেড়ার সীমার মধ্যে চালিত করেছেন, যার নাম তথাকথিত 'অধ্যাদেশ'; যুগপতভাবে একটি বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি করেন ভীতিসঞ্চারী শরিয়া তদারকি করতে। এই সংগঠনটিকে বলা হতো 'Consistory'(ধর্মীয় বিচারসভা বা শরীয়া কোর্ট)।.................সেদিনগুলি থেকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এতটাই সার্বজনীন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলো যে, জেনেভাতে নিজস্ব ব্যক্তিজীবনের অস্তিত্ত্ব আর ছিলনা বললেই চলে।..........জেনেভায় ক্যালভিনের প্রত্যাবর্তনের পর, ... প্রতি মূহুর্তে, প্রতিটি দিনরাত্রি যেন একটা করাঘাত সাধারণের ঘরের প্রবেশদরজায় বেজে উঠবে। এবং একদল আধ্যাত্মিক (শরীয়া) পুলিশ 'পরিদর্শনের'(ধর্মীয় তদারকী) ঘোষণা দেবে, সংশ্লিষ্ট নাগরিকের কোনরকম প্রতিরোধ তৈরীতে সক্ষম হওয়ার আগেই।..........কয়েক ঘন্টা ধরে শুভ্র কেশের সম্মানী, পরিক্ষিত এবং এযাবতপর্যন্ত অনুগত-আস্থাভাজন লোকদেরকে অবশ্যম্ভাবীরুপে স্কুলবালকের ন্যায় জেরা করা হতো যে তাঁরা প্রার্থনার বিষয়গুলো অন্তর দিয়ে জেনেছে কিনা; অথবা তাঁরা কেন প্রভু ক্যালভিনের ধর্মীয় বক্তৃতায়(ওয়াজ-মাহ্‌ফীল) সভায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়েছে। ....তারা পরীক্ষা করতো যে মহিলাদের স্কার্ট অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব কিনা, তাদের পোশাকগুলো প্রয়োজনাতিরিক্ত কোচানো কিনা অথবা উৎকটরুপে লম্বালম্বিভাবে চেরা কাটা কিনা। ....শোবার ঘর থেকে তারা রান্নাঘরের টেবিলের কাছে আসত, নিশ্চিত করতে যে ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক খাদ্যতালিকার বিধান একটি সুপ বা মাংসের পদ দ্বারা অতিক্রান্ত হচ্ছে কিনা, ...তারপর ধার্মিক পুলিশটি তার তদন্ত চালিয়ে যেত ঘরের বাকী অংশে। সে বুকশেল্‌ফের দিকে উঁকি মারত, ঘটনাক্রমে চার্চীয় বিচারসংস্থার অনুমোদনহীন কোন পুস্তক সেখানে আছে কিনা;.............শিশুদেরকে জেরা করা হতো তাঁদের পিতামাতাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে। ক্যালভিনীয় স্বৈরতন্ত্রের এই প্রিয়ভাজন ব্যক্তি (ধর্মীয় পুলিশ) রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তার কানগুলি খাড়া রাখত কেউ কোন লৌকিক সঙ্গীত গাইছে কিনা

সেটা নিশ্চিত হতে,..........যেহেতু এখন থেকে জেনেভায় কর্তৃপক্ষ সদাই যেকোন কিছুর জন্য শিকারের সন্ধানে থাকত আনন্দদায়ক কোনকিছুর আভাস বা গন্ধ পাওয়া পাওয়া যায় কিনা, এবং বিপর্যয়টা হয়তো আসল একজন নগরবাসীর উপর যে দিনের কাজের শেষে একগ্লাস মদে চাঙ্গা হওয়ার জন্য সরাইখানাগমনের সময় ধরা পড়ল।........ঘরে ঘরে পরিদর্শন করে দেখা হত যে, হতভাগ্য কোন অলস, প্রভু ক্যালভিনের ধর্মীয়বক্তৃতা (ওয়াজ) থেকে (নৈতিক উৎকর্ষবাচক) কোন শিক্ষা অন্বেষণের পরিবর্তে বিছানায় শুয়ে আছে কিনা।..............ভীতিসঞ্চারের বিরামহীন স্রোত প্রবাহিত হত দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ; এবং এভাবে আধ্যাত্মিক ইনক্যুইজিশনের(ধর্মীয় বিচারসংস্থার নিস্পেষণের) জাঁতাকলের ঘুর্ণন প্রবলভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা হতো**[১৪]।" প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত বর্ণনার সবই যে ঐতিহাসিকভাবে সত্য তা নাও হতে পারে। আমি জোয়েইগের বিশদ বর্ণনার সামান্য অংশই উল্লেখ করেছি। তাঁর বর্ণনায় অতিরঞ্জন ও আবেগের আতিশয্য থাকতে পারে। তবে তাঁর মতো এমন একজন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক ও সমাজসচেতন নাট্যকার এবং সাংবাদিক, পাঠক দায়বদ্ধতা যাদের কাছে সাংবাদিকতা এথিক্স ও ইতিহাসবিদের এথিক্সের ব্যাপার, এধরণের অতিরঞ্জন ঘটাবেন কিনা সেটাও দেখতে হবে। কিন্তু জেনেভাকে দ্বিতীয় জেরুজালেম করার উম্মাদনা ও আচ্ছন্নতা যে রিফর্মারদেরকে গ্রাস করেছিল তার আভাস ক্যালভিন সমর্থক বা মধ্যপন্থী পশ্চিমী গ্রন্থকার বা প্রবন্ধকারদের (ডোনাল্ড ম্যাককিম, এলিস্টার প্রমুখ) লেখাতেও পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, একজন সাংবাদিক ও উদারপন্থী হিউম্যানিস্ট (গ্রীক-ল্যাটিন সাহিত্য-দর্শনের পন্ডিত) হিসেবে সত্যানুসন্ধান এবং বিবেকের স্বাধীনতার ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্যই তিনি ক্যালভিনকে নিয়ে লেখনী চালিয়েছেন সেটা বুঝতে হবে। তাঁর লেখার মূল উৎস বা দলিল কিন্তু ক্যালভিনেরই সমসাময়িক একজন প্রতিবাদী ধর্মযাজক সেবাস্টিয়ান ক্যাস্টিলিও, যাকে আজকের যুগের পাশ্চাত্যের হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবিরা সেকালের সাপেক্ষে বিবেকের স্বাধীনতার একজন অগ্রদূত বলে অভিহিত করেন, এবং যিনি সার্ভেটাসের মৃত্যুদন্ডের পরও নির্ভীকভাবে এর বিরুদ্ধে লেখনী চালিয়েছেন। অর্থোডক্স বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সার্ভেটাসের ভিন্নমতের কারণে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার নেপথ্যে ক্যালভিনের যে ভূমিকা ছিল চার্চ ও নগর প্রশাসনকে এবং সমস্ত জুরীদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে, সে ব্যাপারে স্টিফেন যোয়েগ তাঁর The Right To Heresy গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন (Chapter IV: The Servatus Affair) সেসব ফিরিস্তি নাই তুললাম। উপরে বর্ণিত শরীয়া-শাসন এবং গ্রহণযোগ্যতা কতটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল আর কতটা জনগণের কাছে ক্যালভিন এবং তাঁর ধর্মীয় বিচারসংস্থার স্বৈরতান্ত্রিক নিস্পেষণ, স্বেচ্ছাচারিতা এবং কঠোরতা বলে অনুভূত হয়েছিল, সে প্রশ্নে না গিয়েও, আমরা যদি মৌলবাদের উপরোক্ত সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে দেখি তাহলে রিফর্মেশনের দৃশ্যপটের সাথে মৌলবাদী প্রবণতার সাদৃশ্য পাব।

প্রফেসর ব্রুস লরেন্সের সংজ্ঞার আংশিক এখানে পুনরোল্লেখ করছে-মৌলবাদ হলো "ধর্মীয় কর্তৃত্ব(ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) বা অধিকার যাতে ধর্মকে অমোঘ সত্য ও ব্যাখ্যাতীত বলে দাবী করা হয়। যা কোন সমালোচনা বা লঘুকরনকে স্বীকার করেনা। যৌথ বা সামষ্টিক দাবীর মাধ্যমে এটা প্রকাশ করা হয় যে, ধর্মশাস্ত্র থেকে পাওয়া সুনির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ও নীতিশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলিকে গণস্বীকৃতি প্রদান করা হোক এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হোক।"জেনেভার সংস্কারকালীন সামাজিক জীবনে যে কঠোর ধর্মীয় নিয়মশৃঙ্খলার কথা বলেছি, তা কিন্তু চার্চ কাম নগর-প্রশাসনের ধর্মীয় আইনের

মাধ্যমেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। এখান থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, ক্যালভিন পরিচালিত সংস্কার আন্দোলন মৌলবাদী চরিত্রের ছিল কিনা। সুতরাং, জেনেভাকে মৌলবাদের জন্মভূমি বলে সুরজিত দাশগুপ্ত যে মন্তব্য করেছেন তা ইতিহাস বিচার-বিশ্লেষণে অবশ্যই সঠিক বলা যায়।

(চলবে)
তারিখঃ-১২ই জুলাই, ২০০৮

মন্তব্য ও টীকা

*৯—জন ক্যালভিন, জাঁ ক্যালভিন(John Calvin):--জন্মঃ ১৫০৯, মৃত্যুঃ ১৫৬৪। ফরাসী প্রটেস্টান্ট ঈশ্বরশাস্ত্রতাত্ত্বিক ; প্রটেস্টান্ট রিফর্মেশনের মূল তাত্ত্বিক, আর্কিটেক্ট, এবং নেতা। তাঁর প্রতিপাদনকৃত খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরশাস্ত্র(Christian Theology), এর ব্যাখ্যা ও ভাবানুবাদ, টীকা এবং বিধিবদ্ধবিধান ও অধ্যাদেশগুলো(ক্রীশ্চানদের শরীয়া আইন) প্রভৃতি ক্যালভিনিজ্‌ম হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। যে রচনা বা প্রটেস্টান্ট তাত্ত্বিক শিক্ষার জন্য তিনি সমধিক খ্যাতিলাভ করেন এবং আলোড়ন সৃষ্টি করেন সেটি হলো Institutes Of The Christian Religion ; এটা ছিল প্রটেস্টান্ট বিধিবদ্ধ ঈশ্বরশাস্ত্রের বুনিয়াদি রচনা, যা পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

*১০-প্রটেস্টান্ট রিফর্মেশন(Protestant Reformation)-১৫১৭ জার্মানীর খ্রীষ্টাব্দে মার্টিন লুথারের তাত্ত্বিক আদর্শের অনুপ্রেরণায় ও সক্রিয় নেতৃত্বে এর শুরু এবং ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্টফ্যালিয়া শান্তিচুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। এই রিফর্মেশনকে সাম্প্রদায়িক বা মৌলবাদী যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকপন্থীদের দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন য়ুরোপীয় শক্তিগুলোর ত্রিশ বছরের (১৬১৮-১৬৪৮) যুদ্ধের কারণে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনাচার ও একচ্ছত্র আধিপত্যকে খর্ব করে তার আদর্শিক ও পদ্ধতিগত বা কাঠামোগত সংস্কার সাধন করা। এই সংস্কার-বিপ্লবের অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এটি পশ্চিমী সভ্যতার গতিপথ বদলে দিয়েছিল।

*১১-য়্যানাবাপ্টিস্ট(Anabaptist)-ষোড়ষ শতাব্দীর য়ুরোপের মৌলিক সংস্কারপন্থী খ্রীশ্চিয়ানগণ যাদের উদ্ভব রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতিমুলক তৎপরতা এবং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে পরিচালিত কর্তৃত্ববাদী(সামাজিক-রাষ্ট্রীয়) প্রটেস্টান্ট আন্দোলন (Magisterial Protestant Movement) এই উভয় প্রবনতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যেমে হয়েছিল। উক্ত সংস্কারবাদী ধারার জন্ম হয় সুইজারল্যান্ডে। তারা চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ ধারণার প্রবক্তা এবং তার জন্য সংগ্রাম করেন।

*১২-স্টিফেন যোয়েগ(Stefan Zweig)-জন্মঃ ২৮ নভেম্বর, ১৮৮১ সাল ; জন্মস্থানঃ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়; মৃত্যুঃ ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ সাল; মৃত্যুস্থানঃ ব্রাজিলের পেট্রোপলিস। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, ইতিহাসবিদ, জীবনীকার। তিনি মূলত দর্শন ও সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন হিউম্যানিস্ট ছিলেন এবং ধর্ম তাঁর শিক্ষায় বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করেনি।

যদিও তাঁর পত্রিকা সম্পাদক থিওডর হ্যার্যি(Theodor Herzi) ছিলেন একজন জায়নবাদী নেতা, যোয়েগ তার ইহুদী জাতীয়াবাদে আকৃষ্ট হননি।

*১৩- যুক্তরাষ্ট্রে পেশাবহির্ভূত লেখা নেই তা একেবারে বলা যাবেনা, কিন্তু এদেশে জ্ঞানচর্চা অনেকক্ষেত্রেই পেশাভিত্তিক বা বিষয়ভিত্তিক-এটা অন্যতম কারণ হতে পারে। তবে বাইবেল, গসপেল প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র বা এসবের সাথের সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জীবনী লিখতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাজক বা পাদ্রীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রফেসর বা পাশ করা যাজক হতে হয়। এটা অনেকটাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের বিষয়। এর ফলে , আমাদের দেশের মাদ্রাসা পাশ করা আলেম-ওলামাদের মতোই এসব গ্রন্থকারদের একটা মনোলিথিক ধরণের Typed মাইন্ডসেট তৈরী হয়ে যায়। সঙ্গত কারণেই এসব তথাকথিত প্রফেসর-লেখকরা উদার ও নিরাসক্ত অবস্থান থেকে ক্যালিভনের মত মৌলবাদী সংস্কারকদেরকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে এ লেখক মনে করে।

*১৪-মাইকেল সার্ভেটাস(Michael Servetus)-জন্মঃ ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দ; মৃত্যুঃ ২৭ অক্টোবর, ১৫৫৩। স্প্যানিশ ঈশ্বরশাস্ত্রবিদ, চিকিৎসক, ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যে পণ্ডিত (Humanist)। প্রটেস্টান্ট সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।
*১৫-সেবাস্টিয়ান ক্যাস্টিলিও(Sebastian Castelliio):-জন্মঃ ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ ; মৃত্যুঃ ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দ) ফরাসী ধর্মযাজক ও ঈশ্বরশাস্ত্রতাত্ত্বিক ; যেসব সংস্কারবাদী ক্রীশ্চান অগ্রদূতগণ সর্বপ্রথম বিবেকের স্বাধীনতার প্রবক্তা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন।

*১৬-Draconian Law-সপ্তম শতাব্দীর প্রাচীন গ্রীস দেশে অবস্থিত এথেন্সের সর্বপ্রথম আইনপ্রণেতা ড্রাকো কর্তৃক প্রণীত আইন।

তথ্যসূত্রঃ –

**৯--প্রবন্ধঃ 'ভারতে-বাংলাদেশে মৌলবাদ ও এর রূপ-স্বরুপ', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' থেকে; পৃঃ ২৪১।

**১০-এলিস্টার ম্যাকগ্র্যাথ(Alister E. McGrath, Author); জন্ম-জানুয়ারী ২৩, ১৯৫৩; অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটির ঐতিহাসিক ব্রহ্মবিদ্যার প্রফেসর, ঈশ্বরতাত্ত্বিক;'The Life of John Calvin'-এর গ্রন্থকার।

**১১-ডোনাল্ড কে ম্যাককিম (Donald K. McKim); একাডেমিক এবং ওয়েস্টমিন্স্টার জন নক্স প্রেসের সম্পাদক; 'জন ক্যালভিন(John Calvin)' জীবনীগ্রন্থের গ্রন্থকার।

**১২--The ecclesiastical Ordinances (1541), which gave the Genevan Church its characteristic shape and identity, were drawn up by Calvin almost immediately on his return to Geneva from his period of exile in

Stratsbourg...............................The establishment of an ecclesiastical apparatus appropriate to Calvin's goals must be regarded as one of the most significant aspects of his ministry, and lends added weight to the case for comparing him to Lenin; both were admirably aware of the importance of institutions for the propagation of their respective revolutions, and lost no time in organizing what was required............................The most distinctive and controversial aspect of Calvin's system of church government was the Consistory. The institutions came int being in 1542, with twelve lay elders(selected annually by the magistrates), and all the members of the Venerable Company of Pastors. Source: A Life of John Calvin by Alister E. Mcgrath; p111.

**১৩–Reference Book : Erasmus, The Right To Heresy ; Author : Stefan Zweig; Chapter : Calvin's Seizure of Power ; p186-p207.

**১৪–Refe`rence Book : Erasmus, The Right To Heresy; Author: Stefan Zweig; p208, p210, p220, p221, p222, p223.